বিনিয়োগ কৌশলের আদর্শ পত্রিকা

সিন্ধুক দর্শন

০৪|আগস্ট সংখ্যা|২০২০|₹ ৫:০০
www.sindhuk.com

বাঙালি ছেলের নতুন ব্যবসা করার উদ্যোগ।

কোনও সেলসম্যান নেই, নেই ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর। স্বাধীনতার আগে থেকে আজও রমরম করে চলছে বঙ্গসন্তানের তালমিছরি। এই সাফল্যের রহস্য কি ? জানতে পড়ুন এই প্রতিবেদন।

৮০ বছরেরও বেশী সময় জুড়ে বঙ্গজীবনের অঙ্গ দুলালচন্দ্র ভড়ের তালমিছরি

তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ | বাংলায় বাজার যথেষ্ট চাঙ্গা | ভড় পরিবারের ছিল হাওড়ার হাটে কাপড়ের ব্যবসা | বেশ কয়েকটি দোকান ছিল তাদের | কাপড়ের চাহিদা তখন তুঙ্গে | বাবা,কাকাদের সাথে প্রায়ই কাপড়ের দোকানের ব্যবসার সামলাতে আসতেন এক যুবক | বয়স উনিশ ছুঁই ছুঁই | নাম দুলালচন্দ্র ভড় | কাপড়ের ব্যবসায় তার মন টিকল না | তিনি সাদা মিছরির ব্যবসা শুরু করলেন | এই সাদা মিছরির তখন বাংলায় খুব চাহিদা | খুব অল্পদিনের মধ্যেই মিছরির ব্যবসায় নাম করলেন দুলালচন্দ্র | কিন্তু এই ব্যবসাতে তার মন টিকল না | ইচ্ছা নতুন কিছু করার |

হুগলি জেলার রাজবলহাটে ছিল তাদের তিন চার বিঘার উপর বাড়ি | সেখানে ছিল অনেক তালগাছ | সেই তালগুড়ই হয়ে উঠল দুলালচন্দ্রের ব্যবসার মূল উপকরণ | চৈত্রের মাঝামাঝি থেকে জ্যৈষ্ঠের শেষে এই সময়টুকুই ছিল রস সংগ্রহের পর্ব। সেই রস দিয়েই তিনি শুরু করলেন তালমিছরির ব্যবসা | এখানেও এল দ্রুত সাফল্য | ১৯৩৪ সালে দুলালচন্দ্রের তৈরী তালমিছরি সাড়া ফেলে দিল বাজারে | সেই শুরু | সেই জয়যাত্রা ৮০ বছর পেরিয়ে আজও অব্যাহত | ১৯৪৪ সালে রেজিস্ট্রেশন হয়েছিল কোম্পানির | নম্বর ৩৯৬৫ |

দুলালের তালমিছরির চোখে পড়ার মত কোনও মার্কেটিং নেই, নেই কোনও সেলসম্যান | নেই কোন ব্র্যান্ডেড সেলস আউটলেট কিন্তু আজও বিক্রিতে কোনও ভাঁটা নেই | পশ্চিমবঙ্গ ছাড়িয়ে ব্যবসা ছড়িয়ে পড়েছে বিহার থেকে অসম, আমদাবাদ, উড়িষ্যায় | বাংলাদেশেও ব্যাপক চাহিদা দুলালের তালমিছরির | ক্রেতারা অগ্রিম টাকা দিয়ে অর্ডার দেন | নির্দিষ্ট সময়েই সেই মাল পৌঁছে যায় তাদের কাছে | অনেকে বড়বাজারে ভড়দের অফিসে এসেও অর্ডার দেন |

কিন্তু এই চাহিদার কারণ কি ?

কারণ একটাই দ্রব্যগুণ | তমলুকের খাঁটি তালগুড় ছাড়া তৈরী হয় না দুলালের তালমিছরি | ব্যবহার করা হয় না সস্তার কোনও কাঁচামাল | তালগুড় জ্বাল দিতে দিতে একটি নির্দিষ্ট মাত্রায় নিয়ে পাত্রে ঢেলে নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় রাখতে হয় সাত-আট দিন। দিন সাতেকের মধ্যে পাত্রের উপরে এবং নীচের অংশে জমাট বাঁধে পুরু মিছরি। জমাট বাঁধা অংশ কাটিং করা হয়। তার পর প্যাকিং।

কৈখালিতে আছে তাদের কারখানা। দুলালচন্দ্রের জীবদ্দশায় প্রতিদিন কৈখালির কারখানা থেকে ৩ লরি তালমিছরি ক্রেতাদের কাছে পাঠাতে হত | এতটাই ছিল চাহিদা | সেই চাহিদা আজও আছে | কিন্তু পথ এত মসৃণ ছিল না | দুলালচন্দ্রের জীবদ্দশাতেই ভাই সনাতনের সঙ্গে ব্যবসা নিয়ে বিবাদ আদালত পর্যন্ত গড়ায়। নাম দুলালের তালমিছরি' হবে নাকি 'দুলালচন্দ্র ভড়ের তালমিছরি' সেই নিয়ে ছিল বিবাদ | বিচারপতি সেই মামলা মিটিয়ে দেন | ১৭ বছর আগে ২০০০-এর ২৭ জুন দুলালচন্দ্রের মৃত্যুর পর আইনি লড়াই শুরু ধনঞ্জয় এবং তার ভাই অমিত ভড়ের। বিষয় ছিল এই কোম্পানির মালিকানা কার হাতে থাকবে | এইসব বিবাদে মাঝে দু'বছর বন্ধ ছিল ওই তালমিছরির জোগান। কিন্তু বর্তমানে চাহিদা উর্দ্ধগামী |

বাঙালি ব্যবসা জানে না—কথাটিকে ভুল প্রমাণ করেছিলেন দুলালচন্দ্র ভড় | ৮০ বছর ধরে দুলালচন্দ্র ভড়ের তালমিছরি বঙ্গ জীবনের অঙ্গ। সর্দি কাশি,পেটগুড়গুড়সর্বস্ব বাঙালির চোখ বন্ধ করে আজও ভরসা রাখে দুলালচন্দ্র ভড়ের তালমিছরির উপর | ৮০ বছর বয়স তার ! তুচ্ছ নয় মোটেই।

www.sindhuk.com